প্রশ্ন : বাংলা ছোটগল্পের ধারায় রাজশেখর বসুর অবদান আলোচনা কর।

রাজশেখর বসু ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিক, অনুবাদক, রসায়নবিদ ও অভিধান প্রণেতা। হাস্যরসের নিপুণ শিল্পী রাজশেখর বসু। পরশুরাম ছদ্মনামে বাংলা ছোটগল্পে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম হাস্যরসিক ও কথাসাহিত্যিক।

পরশুরামের কয়েকটি গল্প সংগ্রহের নাম হল- 'গড্ডালিকা' (১৯২৪), 'কজলী' (১৯২৭), হনুমানের স্বপ্ন' (১৯৩৭) প্রভৃতি। ছোটগল্প রচয়িতা ছাড়া রাজশেখর বসুর অন্যান্য কৃতিত্ব -অভিধান রচয়িতা হিসেবে। তাঁর অভিধান গ্রন্থের নাম হল – 'চলন্তিকা'। এছাড়া চলতি গদ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বাংলা ছোটগল্পে রাজশেখর বসুর অবদান-

রাজশেখর বসু ওরফে 'পরশুরাম' ছদ্মনামের অন্তরাল থেকে বাংলা গল্পভাণ্ডারে একটি দৈন্যকে অনেকাংশে দূর করেছেন। পরশুরামের আগে সাহিত্যে হাস্যরসপ্রধান ব্যঙ্গকৌতুকের পরিমাণ কম ছিল। আমাদের জীবনে হাসিরঙ্গ ও ব্যঙ্গের উপাদান যথেষ্ট আছে। নিজ জীবনের চলতিকাল ও দৈনন্দিন সংসারের শত-সহস্র অসঙ্গতিকে উদ্‌ঘাটন করে, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা ও আতিশয্যগুলিকে লোকসমক্ষে তুলে ধরাই পরশুরামের উদ্দেশ্য। বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতাই তাঁর গল্পের বৈশিষ্ট্য। তিনি ঠিক 'হিউমারিস্ট' নন, শ্লেষ কৈদশ্যই তাঁর গল্পের শোভা।

চরিত্রের আচার-ব্যবহার, সংলাপ, পরিবেশ প্রভৃতি কৌতুককর সন্নিবেশে পরশুরামের গল্পগুলি শুধু রসিকতাপ্রিয় পাঠের সাময়িক চিত্তবিনোদন করেই মুছে যায়নি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, কৌতুকরস সৃষ্টির দুর্লভ শক্তি, বুদ্ধির উজ্জ্বলতা কোথাও কোথাও অসামান্য ব্যঙ্গরস পরিবেশনে তাঁর গল্পসংগ্রহগুলি রুচিমান পাঠকসমাজে এখনও অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু হয়ে আছে।